প্রতিভা পিকচার্সের

অগ্নীশ্বর

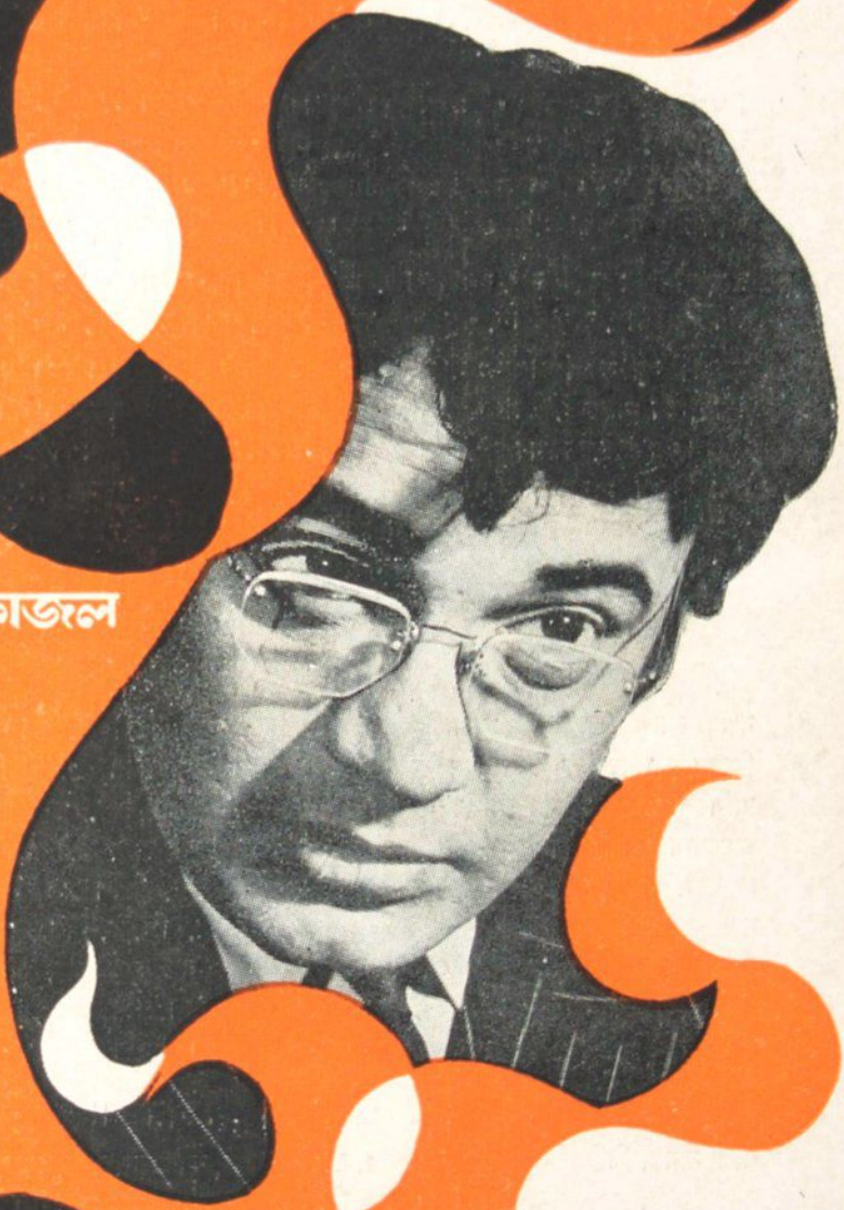

অগ্নীশ্বর
চিত্রে
উত্তমকুমার
মাধবী·সুমিত্রা·কাজল

প্রতিভা পিকচার্সের প্রথম প্রয়াস

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় বনফুল রচিত**

অগ্নীশ্বর

নাম ভূমিকায় : **উত্তমকুমার**

প্রযোজনা : **উদয় সামন্ত, রঞ্জিৎ সামন্ত।** সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশ : সুনীতি মিত্র ॥ প্রধান কর্মসচিব : বীরেন মুখোপাধ্যায় ॥ ব্যবস্থাপনায় : পরিতোষ রায় ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যাম সুন্দর ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : গৌর দাস ও বসির আমেদ। সজ্জাকর : দাশরথি দাস ॥ কেশসজ্জা : অসিত দাস, চণ্ডী সাহা ॥ কণ্ঠ সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখার্জী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়** ॥

রসায়নাগার : অবনী রায়, দুলাল সাহা, বংশীধর রায়, শীতল ব্যানার্জী, রবি ব্যানার্জী, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, বাপী বোস, শম্ভু ঘোষ, ফণি সরকার, অবনী মজুমদার, প্রদীপ চৌধুরী, সন্তোষ মণ্ডল।

সহকারী সঙ্গীত পরিচালক : সমরেশ রায়, অমল মুখার্জী ॥ সহকারী সঙ্গীত গ্রহণ : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ ॥ সহকারী সম্পাদনা : জয়দেব দাস ॥ সহকারী পরিচালনা : কাজল মজুমদার, অমিয় বসু, মিহির সরকার ॥ সহ-চিত্রনাট্যকার : দেবাংশু মুখোপাধ্যায় ॥ সহকারী শিল্প নির্দেশ : বুদ্ধদেব ঘোষ ॥ সহকারী ব্যবস্থাপনা : দুর্গীরাম নায়েক ॥ সহকারী চিত্রগ্রহণ : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ॥ প্রচার-শিল্পী : পুণ্যশ্লোক ॥ প্রচার : ফণীন্দ্র পাল ॥ সহকারী রূপসজ্জা : মুন্সীরাম শর্ম্মা ॥ পোষাক ॥ সিনে ড্রেস।

চিত্র-গৃহসজ্জা : অনুপ কর্মকার।

॥ রূপায়ণে ॥

মাধবী চক্রবর্ত্তী, হুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুলতা চৌধুরী, কাজল গুপ্ত, তপতী ব্যানার্জী, মিসেস ম্যারিয়া, দেবীকা দাস, সন্ধ্যাতা ধর, শুক্লা ঘোষ, শেলী পাল, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, অসিতবরণ, জহর রায়, অসীমকুমার (অতিথি), হরিধন মুখার্জী, পার্থ মুখার্জী, প্রেমাংশু বোস, অমরনাথ মুখার্জী, অজয় গাঙ্গুলী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী, গৌর শী, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, যগেশ চক্রবর্ত্তী, সুব্রত সেন শর্ম্মা, গুরুদাস ব্যানার্জী, অরুণ চৌধুরী, তরুণ মিত্র, বিনয় লাহিড়ী, বলরাম রায়, সমরকুমার, মৃণাল মুখার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, অতি দাস, পি, টি, গিল, মাঃ জমিদার, প্রশান্ত চৌধুরী, শিবনাথ সরকার, শান্তনু রায় চৌধুরী, ডাঃ বলাই দাস, সতীকান্ত ঘোষ, পরিতোষ রায়, রথীন বোস, সন্দীপ চ্যাটার্জী, বিমল ব্যানার্জী, মিঃ চামন (অতিথি), বীরেণ গুহ, কৃষ্ণ ব্যানার্জী কল্যাণ সেন, শৈলেন গাঙ্গুলী।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

শক্তি সামন্ত, গিরিজা সামন্ত, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ এম, এন, কবিরাজ, বাচ্চু ঘোষ, অতি দাস, শক্তি ফিল্মস, মিঃ রাও, মিঃ গেবো, মিঃ সিদ্দিকি, হরেন রায় চৌধুরী।

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব পরিবেশনা : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস।**

কাহিনী

এই কাহিনীর সুরু যখন ইংরেজের শাসনে ভারতবর্ষ। এই কাহিনী শেষ হয়েছে বর্ত্তমানে। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখার্জী একজন বাস্তববাদী বলিষ্ঠ চরিত্রের লোক। ডাক্তারী পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বিহারের রেলওয়ে হাসপাতালের হয়ে কাজে যোগ দেন। রেলওয়ে অফিসার মিঃ স্কট ও তাঁর দলের লোকেরা তাঁর সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করে। এদের কাছে অগ্নীশ্বর কখনও মাথা নত করেননি কিন্তু মনে মনে কামনা করেছেন, তিনি যেন ভারতবর্ষের মাটিতে আর না জন্মগ্রহণ করেন। পরে অবশ্য মিঃ স্কট অগ্নীশ্বরের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের কাছে নতি স্বীকার করেন। তাঁর ডাক্তারীর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি মানুষের নীচতা লোভ ও স্বার্থের বিরুদ্ধে শাণিত তরবারি ধারণ করেছেন। কিন্তু নারীদের মহিমা বিচিত্র রূপ ও রহস্যে বিস্মিত হয়েছেন, অভিভূত হয়েছেন। তাঁর কার্য্যস্থানের এক রায় সাহেবের মেয়ে সুছন্দার প্রতি তাঁর স্নেহ যখন সবে জমাট বাঁধতে সুরু করেছে তখন হঠাৎ-ই সুছন্দা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তিনিও বদলি হয়ে চলে আসেন মোগলসরাই হাসপাতালে। এখানকার হাসপাতালের বৃদ্ধ ষ্টোরবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী সরমার পতিভক্তি ও সদ্য ছেলে-মেয়েদের প্রতি তার মাতৃস্নেহের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান টিবি-তে আক্রান্ত সরমা হাসপাতালের দেওয়া দুধ মাখন, ফল স্বামী ও পুত্রদের গোপনে দিয়ে নিজে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। ডাক্তার

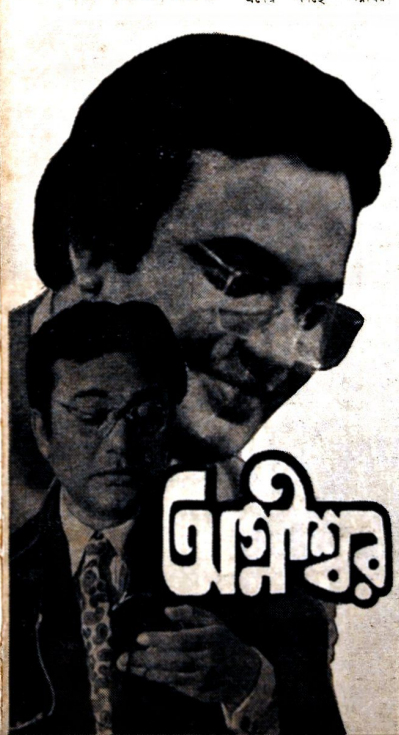

অগ্নীশ্বর মোগলসরাইতে এক সাধারণ ঘরের মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর পতিভক্তি ও একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা দেখে তিনি বিস্মিত হ'ন। কিছুদিন পরে নিরুদ্দিষ্টা সুছন্দা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে অগ্নীশ্বরের কাছে আসে। সন্তান প্রসবের পর সুছন্দা মারা যায়। সন্তানটিও বাঁচেনি। মৃত্যুর আগে সুছন্দা অনুরোধ জানায় তার সুটকেসটি তাঁর কাছে রাখতে। খগেন নামে একটি যুবক এলে তাকে যেন তিনি সুটকেসটি দিয়ে দেন। ইতিমধ্যে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে অগ্নীশ্বরের স্ত্রী মারা যান। কিছুদিন পরে সুছন্দা বণিক খগেন নামের যুবকটি অগ্নীশ্বরের কাছে সুটকেসটি নিতে আসে। তার কাছে সুছন্দার জীবন-কাহিনী শোনেন। সুছন্দা ছিল বিপ্লবী নারী। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে নিজের মাতৃভূমিকে উদ্ধার করার জন্য সুছন্দা নিজের দেহ বিক্রী করে সেই অর্থে রিভলবার সংগ্রহ করত। সেই রিভলবার সে সন্ত্রাস-বাদীদের হাতে তুলে দিত। এই সুটকেশের মধ্যে তার সংগৃহীত একটি রিভলবার ছিল। দেশের জন্যে সুছন্দার এই আত্মত্যাগের কাহিনী অগ্নীশ্বরের মনকে অভিভূত করে। তারপর কেটে গেছে বহুদিন, দেশ স্বাধীন হয়েছে। অগ্নীশ্বরের ছেলে ইতিমধ্যে বড় হয়েছে। সেও ডাক্তার। অগ্নীশ্বর অবসর গ্রহণ করে ছেলের সঙ্গে থাকেন। ছেলে একটি সুবর্ণ বণিকের মেয়ের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। বামুনের ছেলে সোনার বেণের মেয়েকে বিয়ে করেছে তাতে অগ্নীশ্বর আপত্তি করেননি কিন্তু ধনী শ্বশুরের দেওয়া বাড়ি, গাড়ী নগদ টাকা নেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর অমত জানিয়ে অগ্নীশ্বর বিবাহ-মণ্ডপ ত্যাগ করলেন। ছেলে অবশ্য শেষ অবধি সব কিছুর মোহ ত্যাগ করে শুধু স্ত্রীকে নিয়ে অগ্নীশ্বরের আশ্রয়ে

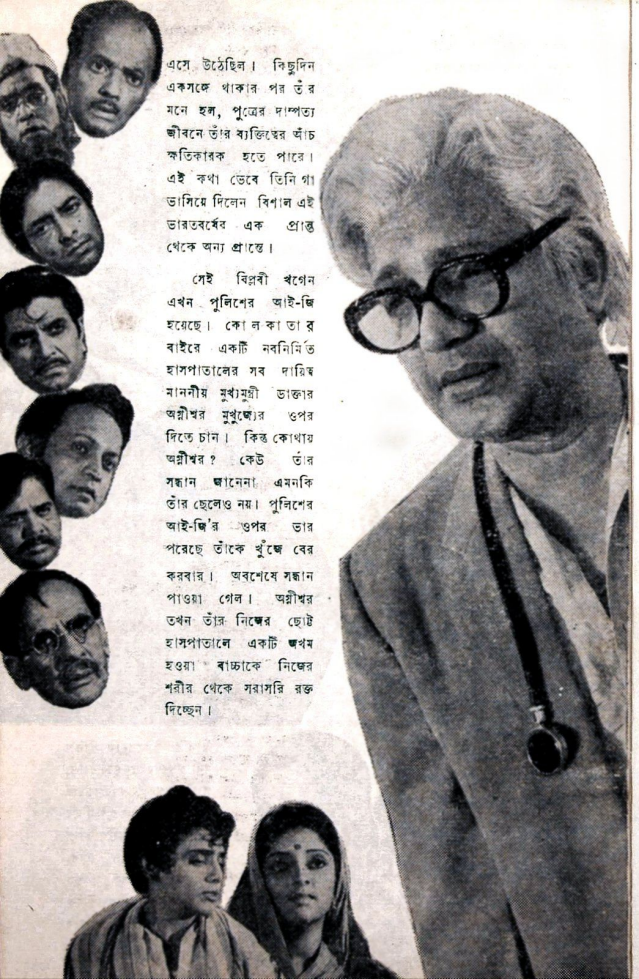

এসে উঠেছিল। কিছুদিন একসঙ্গে থাকার পর তাঁর মনে হল, পুত্রের দাম্পত্য জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্বের আঁচ ক্ষতিকারক হতে পারে। এই কথা ভেবে তিনি গা ভাসিয়ে দিলেন বিশাল এই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

সেই বিপ্লবী খগেন এখন পুলিশের আই-জি হয়েছে। কোলকাতার বাইরে একটি নবনির্মিত হাসপাতালের সব দায়িত্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখুজ্যের ওপর দিতে চান। কিন্তু কোথায় অগ্নীশ্বর? কেউ তাঁর সন্ধান জানেনা এমনকি তাঁর ছেলেও নয়। পুলিশের আই-জি'র ওপর ভার পরেছে তাঁকে খুঁজে বের করবার। অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল। অগ্নীশ্বর তখন তাঁর নিজের ছোট্ট হাসপাতালে একটি অথম হওয়া বাচ্চাকে নিজের শরীর থেকে সরাসরি রক্ত দিচ্ছেন।

গান

(১)

লজ্জা,—তোমায় দেখে
লজ্জা পেয়েছে—
তাই এখন তারা ব'লে
নির্লজ্জ কালীর ভক্ত হয়েছে।
লজ্জা তোমায় দেখে
লজ্জা পেয়েছে।

(২)

আজি এসেছি,
এসেছি বঁধুহে।
নিয়ে এই হাসি, রূপ ও গান।

(৩)

তবু মনে রেখ
যদি দূরে যাই চলে
তবু মনে রেখ
যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায়
নব প্রেম জালে
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও
ছায়ার মতন আছি না আছি
যদি জল আসে আঁখিপাতে
একদিন যদি খেলা থেমে যায়—
মধুরাতে
তবু মনে রেখ।
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে—
শারদপ্রাতে
তবু মনে রেখ
যদি পড়িয়া মনে
ছল ছল জল
নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে
তবু মনে রেখ।

(৪)

পুরানো সেই দিনের কথা
ভুলবি কিরে হায়
ও সেই চোখের দেখা
প্রাণের কথা
সে কি ভোলা যায়।
আয় আর একটিবার
আয়রে সখা
প্রাণের মাঝে আয়
মোরা সুখের দুখের কথা কব
প্রাণ জুড়াবে তায়।
মোরা ভোরের বেলা
ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়
বাজিয়ে বাঁশী গান গেয়েছি
বকুল তলায়।
হায় মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি
গেলেম কে কোথায়—
আবার দেখা যদি হলো সখা
প্রাণের মাঝে আয়।

(৫)

ধান ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে না কো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
কোথায় এমন উজল ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ
এমন কালো মেঘে
ও তার পাখীর ডাকে
ঘুমিয়ে পড়ি
পাখীর ডাকে জেগে।
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথা এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র
আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি
কুঞ্জে কুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের ওপর
ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে—
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ও মা তোমার চরণ দুটি
বক্ষে আমার ধরি—
আমার এই দেশেতেই
জন্ম যেন
এই দেশেতেই মরি
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি।

চণ্ডীকা ফিল্মসের

প্রথম

অবদান

শ্রেঃ উত্তমকুমার

পরিচালনা

সলিল সেন

সঙ্গীত

নচিকেতা ঘোষ

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

ঊষা ফিল্মসের

রাজবংশ

উত্তমকুমার·আরতিভট্টাচার্য্য
প্রেমানারায়ণ

পরিচালনা

পীযূষ বসু

সঙ্গীত

শ্যামল মিত্র

অসীম সরকার প্রযোজিত
ঊষা ফিল্মসের

সন্ন্যাসী রাজা

উত্তম
সুপ্রিয়া
রবীন বন্দ্যো· সুলতা· তরুণ
ও সহস্রাধিক শিল্পী

পরিচালনা

পীযুষ বসু

সঙ্গীত

নচিকেতা ঘোষ